দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 08 2000

তারিখ ... MAR. 0? 2000

পৃষ্ঠা 1 কলাম ...

নকল প্রতিরোধে

নকলপ্রবণ ও স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো বাতিল হতে পারে। সরকারীভাবে এ ব্যাপারে নেয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হয়েছে, নকলে সহায়তা করার কারণে কেন্দ্রগুলোয় নিয়োজিত পরিদর্শক ও পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে দৈনিক জনকণ্ঠে গত পরশু প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, বাতিল করা কেন্দ্রগুলোয় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেখার জন্য প্রণয়ন করা হবে বিশেষ নিয়ম। এর মাধ্যমে পরীক্ষক খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনটি নকলবাজ ছাত্রের। জানা গেছে, পরীক্ষা চলার সময় বিশেষভাবে গঠিত বিভিন্ন দল গোপনে দেশের কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করবে। এদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা শেষে নকলপ্রবণ কেন্দ্র শনাক্ত করার মাধ্যমে তা বাতিল করা হবে। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র বাতিল করা হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে—এ আশঙ্কায় পরীক্ষা শেষে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সব কেন্দ্র নকলপ্রবণ বলে চিহ্নিত হবে সেগুলোর উত্তরপত্র পৃথকভাবে দেখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব উত্তরপত্র দেখার জন্য বোর্ডগুলোকে পৃথক নীতিমালা তৈরি করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে করে পরীক্ষকরা নকলবাজ ছাত্রদের উত্তরপত্র দেখতে পারেন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে।

আমাদের দেশে পরীক্ষায় নকল একটি দীর্ঘদিনের অশুভ প্রবণতা। নকল হতে হতে এবং বিষয়টি নানাভাবে প্রশ্রয় পেতে পেতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেখানে নকলকে শুধু নকল বললে ভুলই বলা হবে। বেশ কিছুকাল যাবত দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় হচ্ছে রীতিমতো নকলের মহোৎসব। হচ্ছে গণনকল, গণটোকাটুকি। অবশ্য এটুকু বললেও নকল সম্পর্কে সবটুকু বলা হয় না, নকলের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যেখানে নকল করার 'অধিকার' দাবি করা হয়, এই দাবি আদায়ের জন্য মিছিলও হয়। নকল করতে না দিলে শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত হতে হয়, তাঁদের ভীতিপ্রদর্শন করা হয়, কখনও কখনও ছুরিতে আহতও হতে হয়। এ ধরনের ঘটনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে, সুতরাং এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবার অবকাশ নেই। এখন চলছে দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক এক্সামিনেশন এসএসসি পরীক্ষা। গতবারের এসএসসি পরীক্ষাতেও ব্যাপক নকল হয়েছে। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট— কমবেশি নকল হচ্ছে এবারও। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে অনেক কথাই শোনা যায়। প্রতিবছরই নেয়া হয় এ ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যবস্থা। কিন্তু একে কলুষমুক্ত করা আজও সম্ভব হয়নি। নকলের কালো থাবা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা মুক্ত হয়নি। বরং এই প্রবণতা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। নকল যেন পেতে চলেছে বাণিজ্যিক রূপ! এই অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষার মান কোন্ অতলে গিয়ে ঠেকবে, বলা মুশকিল।

পরীক্ষা হচ্ছে মেধা তথা শিক্ষা যাচাইয়ের মাধ্যম। এই পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে না পারে, যদি নকল হতেই থাকে তাহলে উচ্চতর মেধার অধিকারী ছাত্রদের প্রার্থিত ফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার এবং অযোগ্য নকলবাজ ছাত্রের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যায়। সুতরাং নকল বন্ধ করতেই হবে। নকল একটি অপরাধ। এ অপরাধ নির্মূল করতে হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে, এক কথায় দেশের স্বার্থে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সব ধরনের নকল থেকে, অনিয়ম থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে হবে। নকলবাজদের বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক জনমতও সৃষ্টি করতে হবে। নকলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নেয়া বিভিন্ন ব্যবস্থায় সামগ্রিক কোন ফল হয়নি। এবার যে ব্যবস্থা নেয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হলেই কেবল এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হবে। কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশা করি। তবে একই সঙ্গে গৃহীত সকল ব্যবস্থাকে এমন নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য করতে হবে, যাতে সত্যিকার ভাল ছাত্রদের কেউ যেন কোনভাবেই এতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।